দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ APR. 5 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

রাকসু ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন ঃ ছাত্র-সংগঠনের ক্ষোভ

রাঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ 'রাকসু' ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। আগামী ২২ এপ্রিলের পরিবর্তে ২০ মে নির্বাচনের তারিখ পুনঃ নির্ধারিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আঃ মালেক গতকাল এক সপ্তাহের জন্য ভারত সফরে যাবার প্রাক্কালে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই নির্দেশ দেন। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় 'রাকসু' নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বশর্ত হিসেবে যে সমস্ত দাবী উত্থাপন করেছে, বিশেষ করে যাদের ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে তাদের পুনঃ ভর্তি, ১ম বর্ষ অনার্সের ভর্তি কার্যক্রম পিছিয়ে দেয়া এবং নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত তারিখের আগে-পিছে ১৫ দিন সব রকম পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবী রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে ছাত্র সংগঠনসমূহের ঐকমত্য অপরিহার্য। বিভিন্ন দাবী-দাওয়া বিষয়ে ছাত্র সংগঠনসমূহের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা এবং আইন ও পদ্ধতিগত কিছু জটিলতার নিরসনকল্পে রাকসু এবং সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের তারিখ ২২-৪-৯৯-এর স্থলে ২০-৫-৯৯ পুনঃ নির্ধারিত হলো। পুনঃ নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনের সংশোধিত তফসিল ঘোষণা করবেন। এদিকে রাকসু নির্বাচন পেছানোর প্রতিবাদে প্রায় সকল ছাত্র সংগঠন প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে। ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, প্রশাসন হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে আকস্মিকভাবে নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে স্বৈরাচারী বাকশালী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। তারা বলেন, ছাত্রদলের বিজয় ঠেকাতে এবং সরকারী ছাত্র সংগঠনের পরাজয় এড়াতে অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। আগামীকাল এর প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের কর্মসূচী ঘোষণা করে ছাত্রদল সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মুন্নু বলেন, সমাবেশে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। ছাত্র শিবির সভাপতি ইমাম উদ্দীন মণ্ডল ও সেক্রেটারী হেলাল উদ্দীন যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, দলীয় ছাত্র সংগঠনের অছাত্র নেতাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনঃ ভর্তির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ চরিতার্থের সুযোগ সৃষ্টির জন্যই রাকসু নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রশাসন শিবিরের সুনিশ্চিত জয় ও ছাত্রলীগের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনে নির্বাচন বন্ধের পাঁয়তারা করছে। তারা পূর্বঘোষিত ২২ এপ্রিলেই রাকসু নির্বাচন দাবী করেন। ছাত্রলীগের নেতা আনোয়ার বলেন, প্রশাসন তাদের কিছু জটিলতার কারণে রাকসুর নির্বাচনের তারিখ পিছাতে পারে। তাতে আমাদের বলার কিছু নেই। তাছাড়া অন্যান্য সংগঠনসমূহও রাকসু নির্বাচন পেছানোর প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এদিকে রাকসু নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তনের প্রতিবাদে ছাত্র শিবির গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে নেতৃবৃন্দ আজ (সোমবার) প্রতিবাদ বিক্ষোভ দিবস পালনের ও কাল (মঙ্গলবার) ছাত্র ধর্মঘট কর্মসূচীর ঘোষণা দেন।